দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬/৭/২০০৭

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৪ ...

শতাধিক সরকারী কলেজ শিক্ষকের পদোন্নতির পর কর্মক্ষেত্রে যোগদান নিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের বিভিন্ন সরকারী কলেজের শতাধিক শিক্ষকের পদোন্নতির পর কর্মক্ষেত্রে যোগদান নিয়ে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কলেজে যোগদান করতে না পেরে এসব শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরসহ দ্বারে দ্বারে মাসের পর মাস ঘুরছেন। শিক্ষকের অভাবে সংশ্লিষ্ট কলেজে পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে। শূন্যপদ না থাকলেও নিয়োগ দান, কর্মরত শিক্ষকের মামলা, তদবির, বদলি করা কর্মস্থলে যোগদানে অনীহা প্রভৃতি কারণে সরকারী কলেজগুলোতে এক জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা প্রায় তিন হাজার শিক্ষককে গত এপ্রিল থেকে পদোন্নতি দেয়া হয়। দু'টি শিক্ষক সংগঠনের পরস্পরবিরোধ মামলা থাকায় তাদের পদোন্নতি আটকে ছিল। সূত্র জানায়, পদোন্নতিপ্রাপ্ত শতাধিক শিক্ষক প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হলেও কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে পারছেন না। এমন একজন শিক্ষক ফজলুল হক। শিক্ষা অধিদফতরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ফজলুল হক ছিলেন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের উপপরিচালক। গত ১৬ এপ্রিল তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে বদলি করা হয়। গত ১৮ এপ্রিল ফজলুল হক জগন্নাথ কলেজে যোগ দিতে যান। কিন্তু শূন্যপদ না থাকায় কলেজ অধ্যক্ষ তাঁকে যোগদানের সুযোগ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফজলুল হককে

সংশ্লিষ্ট কলেজে লেখাপড়ায় বিঘ্ন

জানানো হয় যে, তিনি যে পদে যোগ দিতে এসেছেন সেই পদে কর্মরত শিক্ষককে বিমুক্ত করা হয়নি। এরপর ফজলুল হক যোগাযোগ করেন শিক্ষা অধিদফতরে। অধিদফতর তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে এবং তাঁর পদে কর্মরত ইংরেজির অধ্যাপককে ২ মে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়। এরপর ঐ শিক্ষক চলে যান আদালতে। তখন থেকেই শুরু হয়েছে ফজলুল হকের শারীরিক, মানসিক

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শতাধিক সরকারী (১২-এর পাতার পর)

ও আর্থিক হয়রানি। তিনি তিন মাস ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদফতরসহ বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরি করছেন। একজন অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষক হয়ে ধমক খাচ্ছেন নানা জনের।

এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (উচ্চ শিক্ষা) জনকণ্ঠকে বলেন, ফজলুল হকের মতো প্রায় এক শ' শিক্ষকের নিয়োগ-বদলির ক্ষেত্রে 'ডিসলোকেশন' হয়েছে। এর কারণ হিসাবে তিনি এক সঙ্গে প্রায় তিন হাজার শিক্ষকের পদোন্নতি, কম সময়ে এত বড় কাজ সম্পন্ন করা এবং কম্পিউটারে তথ্যে অসংগতির কথা উল্লেখ করেন। পরিচালক আরও জানান, এসব শিক্ষকের নিয়োগ ও বদলির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। দ্রুত এই জটিলতার অবসান হবে বলে তিনি জানান।